

175339 - ইসলাম ধর্ম সঠিকি হওয়ার পক্ষে প্রমাণাদি

প্রশ্ন

আমি একজন প্রকৃত মুসলিম হতে চাই। তাই আমি এ প্রশ্নটি করছি: ইসলাম মানার আবশ্যিকতা কি? অন্য কথায়: ধরুন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় ছলাম। আমি শুনছি যে, তিনি এই ধর্মে দকি ডাকছেন। কোন জনিসি আমাকে ধাবতি করবে যে, আমি তাঁকে রাসূল হিসেবে বশ্বাস করব এবং তিনি যে কতিব ও সুনানহ নিয়ে প্রেরেতি হয়ছে সেটোতে বশ্বাস করব? অনুরূপভাবে আমি কুরআনের এই চ্যালএঞ্জটি বুঝতে পারছি না: “তবে তারা অনুরূপ বাণী রচনা করুক; যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে...”। আমি যা বুঝি তা হল: কউে যদি কোন এক শাস্ত্রে কোন একটি বই লখে সেটি একই শাস্ত্রের অন্য একটি বইয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে থাকে; যদিও খুঁটিনাটি কিছু বশ্বি ভিন্ন হোক না কেন। সুতরাং কুরআনের চ্যালএঞ্জের ঘটকতকিতা কি? কোন মুসলিমের পক্ষ থেকে এমন প্রশ্ন হয়তো কিছুটা অদ্ভুত মনে হতে পারে; কনিতু আল্লাহই আমার নয়িত সম্পর্কে সম্যক অবগত।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইসলাম ধর্ম সঠিকি হওয়া ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার পক্ষে দলিল-প্রমাণ অনেক। এই প্রমাণগুলো একজন নরিপক্ষে ও একনষিভাবে সত্যানুসন্ধী ববিকে-বুদ্ধসিম্পন্ন ন্যায়বাদী মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। এ সংক্রান্ত কিছু দলিল নমিনে উল্লেখ করা হল:

এক: মানব প্রকৃতির দলিল: নশ্চয় ইসলামের দাওয়াত সুষ্ঠু মানবপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ্ তাআলার নমিনোক্ত বাণী সে দকিই ইশারা করছে: “অতএব একনষি হয়ে নজিকে (সঠিকি) ধর্মে প্রতষিতি কর। আল্লাহ্ যে ফতিরতরে (সৃষ্টিগিত প্রকৃতির) উপর মানুষকে সৃষ্টি করছেন সেটোর উপর অটল থাক। আল্লাহ্র সৃষ্টিকে পরবির্তন করো না। এটাই সঠিকি ধর্ম; তবে অধিকাংশ মানুষ জানে না।”[সূরা রুম, আয়াত: ৩০]

এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “প্রত্যকে শশি ফতিরতরে (সুষ্ঠু প্রকৃতির) উপর জন্মগ্রহণ করে। তার পতিমাতা তাকে ইহুদী বানায়, খ্রিস্টান বানায় কথিবা অগ্নি উপাসক বানায়। যমেনভাবে একটি পশু শাবক নখিতভাবে জন্মগ্রহণ

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

করে; তোমরা নবজাতক পশুতে কীকোন ত্রুটি পাও?” [সহিহ বুখারী (১৩৫৮) ও সহিহ মুসলিম (২৬৫৮)]

হাদিসের বাণী: যমেনভাবে একটি পশু শাবক নখিতভাবে জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ পরপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে ও ত্রুটিমুক্তভাবে জন্মগ্রহণ করে। এরপর কান কাটা কথিবা অন্য যা কিছু ঘটে সেগুলো পশুটির জন্মের পরে ঘটে।

তদ্রূপ প্রত্যেকেটি মানুষ ইসলামের প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। নঃসন্দেহে যা কিছু ইসলাম থেকে বচিযুতিসেটি তার প্রকৃতি থেকে দূরে সরে যাওয়া। তাই আমরা ইসলামী বধি-বিধানে এমন কিছু পাই না যা মানবপ্রকৃতি বিরোধী। বরং ইসলামের যাবতীয় বশি়াস ও কর্ম সুষ্ঠু সুম প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পক্ষান্তরে, ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম ও বশি়াসসমূহে প্রকৃতিবিরুদ্ধ বধি়াসমূহ রয়েছে। একটু চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টি দিলেই এটি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে।

দুই: বুদ্ধভিত্তিকি দলিলসমূহ

শরয়িতের অসংখ্য দলিল বিবিকেকে সম্বোধন করে ও বুদ্ধগ্রাহ্য দলিল-প্রমাণগুলোকে বিবচনা আনার উপদশে দিয়ে উদ্ধৃত হয়েছে এবং অনেকে দলিল আকলবানদরে ও বুদ্ধবানদরে প্রতি ইসলামের সত্যতার পক্ষে অকাট্য দলিলগুলো অনুধাবন করার আহ্বান জানিয়ে উদ্ধৃত হয়েছে। আল্লাহতাআলা বলেন: “এক মুবারক কতিব, এটা আমরা আপনার প্রতি নাযলি করছি, যাতো মানুষ এর আয়াতসমূহে তাদাব্বুর করে (গভীরভাবে চিন্তা করে) এবং যাতো বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা উপদশে গ্রহণ করে।” [সূরা সা’দ আয়াত: ২৯]

কাযী ইয়ায কুরআনে কারীমের মাজেজোর দকিগুলো তুলে ধরতে গিয়ে বলেন: “এর মধ্যে (কুরআনের মধ্যে) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বধি-বিধানের জ্ঞান, বুদ্ধভিত্তিকি প্রমাণগুলো পশে করার পদ্ধতিসমূহ এবং অন্যান্য ধর্মের ফরিকাগুলোর বিরুদ্ধে প্রত্যুত্তর— শক্তিশালী প্রমাণ ও সুস্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতে। যে দলিলগুলোর ভাষা সহজ, উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্ত। পরবর্তীতে বুদ্ধির দাবীদাররো অনুরূপ দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে।” [আশশাফি (১/৩৯০)]

ওহীর দলিলগুলোতে এমন কোন বধি় অন্তর্ভুক্ত হয়নি বিবিকেরে কাছ যে অসম্ভব কথিবা বিবিকে যটোকে অগ্রাহ্য করে। এমন কোন মাসয়ালা আরোপ করেনি আপাতঃ বিবিকে যার বিরোধিতা করে কথিবা বুদ্ধভিত্তিকি কোন মানদণ্ড যটোর সাথে সাংঘর্ষিক। বরং বাতলিপন্থীরা তাদরে বাতলিরে পক্ষে যে মানদণ্ড নিয়ে এসছে সেটোকে সঠিকি প্রমাণ ও সুস্পষ্ট বুদ্ধভিত্তিকি বশি়লষণের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লাহতাআলা বলেন: “তারা আপনার কাছ যে উপমা (সংশয়) পশে করুক না কনে আমি আপনাকে (সেটো প্রতহিত করার জন্য) সত্য দিয়েছি এবং (ওটার চয়ে) উত্তমতর ব্যাখ্যা দিয়েছি।” [সূরা ফুরক্বান, আয়াত: ৩৩]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: “আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, কাফরেরা তাদের বাতলিরে পক্ষ্যে বুদ্ধবিত্তকি যে মানদণ্ড নিয়ে আসুক না কেনে আল্লাহ্ তাঁকে সত্য দিয়েছেন এবং তাঁকে এমন বশ্লিষণ, প্রমাণ ও উপমা দিয়েছেন; যা তাদের মানদণ্ডেরে চয়ে সত্যকে অধিক ব্যাখ্যাকারী, উন্মোচনকারী ও স্পষ্টকারী।” [মাজমুউল ফাতাওয়া (৪/১০৬)]

কুরআনে বুদ্ধবিত্তকি দললিরে আরকেটি উদাহরণ হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার বাণী: “তারা কি কুরআন অনুধাবন করে না; যদি এটি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে আসত তাহলে তারা এতে বহু বৈপরীত্য দেখতে পতে” [সূরা নসিা, আয়াত: ৮২]

তাফসিরে কুরতুবীতে এসেছে: “প্রত্যকে যে ব্যক্তি বিশেষ কথা বলে তার কথাত বৈপরীত্য পাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নই। সটো তার ববিরণীতে, ভাষাতে; কথিা তার ভাবেরে গুণগত মানেরে; কথিা স্ববরিোধতির ক্ষতেরে; কথিা মথিা (অসঠকি তথ্য)-র ক্ষতেরে। তাই আল্লাহ্ তাআলা কুরআন নাযলি করে তাদেরকে কুরআন অনুধাবনেরে নরিদশে দলিলে। কেননা তারা এতে কোন বৈপরীত্য পাবে না— না এর ববিরণীতে, না এর ভাবে, না কোন স্ববরিোধতিয়, আর না তাদেরকে অদৃশ্যেরে কথিা যা কছি তারা গোপন করে সেগুলোর যে সংবাদ দয়ো হয় সেক্ষতেরে কোন মথিা।” [আল-জামে লিআহকামলি কুরআন (৫/২৯০)]

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলেন: “অর্থাত্ যদি তা বানয়োটি ও জাল হত, যমেনটি মূরখ মুশরকিরো ও বর্ণচরো মুনাফকিরো বলে থাকে “তাহলে তারা এতে বহু বৈপরীত্য দেখতে পতে”। অর্থাত্ এটি বৈপরীত্য মুক্ত। অতএব এটি আল্লাহ্ র পক্ষ থেকে নাযলিকৃত।” [তাফসিরুল কুরআনলি আযীম (১/৮০২) থেকে সমাপ্ত]

তনি: মোজাজাসমূহ ও নবুয়তেরে নদির্শনাবলী:

নশিচয় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনেকে মোজজো, অলৌককি বশিয় এবং ইন্দ্ৰিয়গ্রাহ্য নদির্শনাবলী দিয়ে সাহায্য করছেন; যগুলো তার সত্যবাদতি ও তাঁর রসিালাতেরে সঠকিতার প্রমাণ বহন করে। যমেন- চন্দ্র খণ্ডতি হওয়া, তাঁর সামনে খাবার ও পাথর কণার তাসবীহ পাঠ করা, তাঁর আঙুলেরে মাঝখান থেকে পানরি প্রস্রবণ বরে হওয়া, তনি খাবারকে বাড়ানো ইত্যাদি মোজজো ও নদির্শনগুলো। যে মোজজোগুলো অনেকে মানুষ সচক্ষ্যে দেখেছেন ও প্রত্যক্ষ করছেন এবং সহি বর্ণনাসূত্রেরে মাধ্যমে যগুলো আমাদের কাছে পৌঁছেছে। যে বর্ণনাসূত্রগুলো অর্থগত মুতাওয়াতিরেরে পর্যায়ভুক্ত; যা একীন তথা নশিচতি জ্ঞান দেয়। এর মধ্যে রয়েছে আব্দুল্লাহ্ বনি মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণতি হাদিস তনি বলেন: “একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে সাথে সফরে ছলাম। তখন পানরি সংকট হল। তনি বললেন: তোমরা অবশিষ্ট কোন পানি থাকলে সটোর সন্ধান কর। তখন তারা একটি পাত্র নিয়ে এল তাতো একটু পানি ছিল। তখন তনি পাত্রটির ভেতরে তাঁর হাত ঢুকিয়ে দলিলে। এরপর বললেন: আল্লাহ্ র পক্ষ থেকে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

মুবারকময় পানি ও বরকত গ্রহণ করতঃ ছুটে আস / আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আঙুলের মাঝ থেকে পানি প্রস্রবতি হচ্ছে। তিনি আরও বলেন: যে খাবারটি খাওয়া হচ্ছে আমরা সটোর তাসবহি পাঠ শুনতে পতোম / [সহিহ বুখারী (৩৫৭৯)]

চার: ভবিষ্যত বাণী:

এখানে ভবিষ্যত বাণী দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে: ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন যে সব বিষয় বা ঘটনার কথা ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে; চাই সে সব ঘটনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় ঘটুক কিংবা তাঁর মৃত্যুর পরে ঘটুক।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যতের যে বিষয়গুলোর কথা জানিয়েছেন সেগুলো তিনি যত্নে বলছেন ঠিক সত্যেরই সংঘটিত হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাঁর কাছে ওহী পাঠিয়েছেন এবং তাঁকে গায়বী কিছু বিষয় অবহতি করছেন যে বিষয়গুলো ওহীর মাধ্যম ছাড়া জানা সম্ভবপর নয়। এ ধরনের ভবিষ্যত বাণীর মধ্যে রয়েছে:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “ক্ষিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না হজিযের ভূমি থেকে একটা আগুন বের হয়; যার ফলে বসরায় অবস্থানরত উটের গলা আলোকিত হয়ে যাবে।” [সহিহ বুখারী (৭১১৮) ও সহিহ মুসলিম (২৯০২)]

এই ঘটনাটিনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভাবে সংবাদ দিয়েছেন ঠিক সেইভাবে ৬৫৪হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর প্রায় ৬৪৪ বছর পরে। ইতিহাসবিদগণ এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। যমেন- আবু শামা আল-মাকদসি তাঁর ‘যাইলুর রওয়াতাইন’ গ্রন্থে। তিনি এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি সংঘটনকালীন সময়ের আলমে। অনুরূপভাবে হাফযে ইবনে কাছরি তাঁর ‘আল-বদিয়া ওয়ান- নহিয়া’ গ্রন্থে (৩/২১৯)। তিনি বলেন: “এরপর ৬৫৪ সাল প্রবশে করে। এই সালে হজিযের ভূমি থেকে অগ্নি প্রকাশিত হয়। যার আলোতে বসরার উটের গলা আলোকিত হয়। ঠিক বুখারী-মুসলিমের হাদিসে যত্নে উদ্ধৃত হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন শাইখ ইমাম আল্লামা দ্বীনরে সূর্য আবু শামা আল-মাকদসি তাঁর ‘যাইল’ নামক গ্রন্থে ও উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যায়। তিনি এ তথ্য লিখেছেন হজিয থেকে দামেস্কে প্রেরিত বহু পত্র থেকে। যে পত্রগুলোর সংখ্যা ছিল মুতাওয়াতরি পর্যায়ে এবং এই পত্রগুলোতে এই অগ্নির প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ ও বর্ণনা হওয়ার পদ্ধতি উল্লেখ ছিল।

আবু শামা যা উল্লেখ করেছেন সটোর সারমর্ম হল, তিনি বলেন: এই বছর ৫ জুমাদাল আখরিতে মদনিতঃ অগ্নি বের হওয়া সম্পর্কে মদনি থেকে দামেস্কে কিছু পত্র এসেছে (মদনীবাসীর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)। ৫ ই রজবে লিখিত

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

পত্রওে সেই আগুন বহাল থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই পত্রটি আমাদের কাছে পৌঁছেছে ১০ ই শাবান। এরপর তিনি বলেন: বস্মিল্লাহরি রাহমানরি রাহীম। ৬৫৪ হিজরীর শাবান মাসের প্রথমদিকে মদনি থকে লখিত পত্র দামস্কে পৌঁছে। উক্ত পত্রে মদনিত বড় একটি দুর্ঘটনা ঘটার উল্লেখ রয়েছে। যা সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি সংকলিত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদিসটির সত্যায়ন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “কয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না হজায়রে ভূমি থেকে একটা আগুন বের হয়; যার ফলে বসরায় অবস্থানরত উটের গলা আলোকিত হয়ে যাবে।” সে আগুনটি যারা সচক্ষে দেখেছেন তাদের মধ্য থেকে আমার কাছে আস্থাভাজন এমন এক ব্যক্তি জানিয়েছেন যে, তার কাছে এই মরমে খবর পৌঁছেছে যে, তাইমা (একটি স্থানের নাম)-তে এই আগুনের আলোতে পত্র লেখা হয়েছে। তিনি আরও বলেন: “ঐ রাতগুলোতে আমরা আমাদের বাড়িতে ছিলাম। প্রত্যেকে ঘরে চরোগ ছিল। কিন্তু চরোগগুলো বড় হওয়া সত্ত্বেও এগুলোর কোন উত্তাপ ও শখা ছিল না। বরং এটি ছিল আল্লাহর একটি নিদর্শন।”[সমাপ্ত]

পাঁচ: নবীজরি গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের সত্যতার অন্যতম বড় প্রমাণ হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং তিনি নিজি যে মহান চরিত্র, উত্তম স্বভাব, সুন্দর বৈশিষ্ট্য ও সুমহান গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুমহান চরিত্র ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে মানবীয় সর্ববোচ্চ স্তরে (কামালয়িত) পৌঁছেছিলেন; যে স্তরে পৌঁছা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত কোন নবী ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়। যত প্রশংসনীয় আচরণ আছে তিনি সে দিকে আহ্বান জানিয়েছেন, সটোর নরিদশে দিয়েছেন, সটোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেন, নিজি সটোর উপর আমল করছেন। যত খারাপ আচরণ আছে সেগুলো থেকে তিনি নিষিধে করছেন, সতর্ক করছেন এবং নিজি সটো থেকে সবচেয়ে দূরে ছিলেন। এমনকি চরিত্রের উপর তাঁর অধিক গুরুত্বারোপ এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তাঁর রসিলাত (মশিন) ও নবুয়তের দায়িত্বকে চরিত্র গঠন, সচচরিত্রের প্রসার এবং জাহলী সমাজ যতটুকু চরিত্র নষ্ট করেছে সটো সংশোধন করা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদসি এসছে যে, তিনি বলেন: “আমি সচচরিত্রকে পূর্ণতা দিতে প্রেরিত হয়েছি।”[মুসনাদে আহমাদ (৮৭৩৯), হাইছামী ‘আল-মাজমা’ গ্রন্থে বলছেন: হাদসিটি আহমাদ বর্ণনা করছেন, হাদসিটির বর্ণনাকারীগণ সহহি হাদসিরে বর্ণনাকারী। ইজলুন তার ‘কাশফু কফি’ গ্রন্থে হাদসিটির সনদকে সহহি বলছেন এবং আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (২৩৪৯) হাদসিটিকে সহহি বলছেন]

মোজজো রাসূলের সত্যতার পক্ষে প্রমাণ। কেননা তিনি মানুষকে বলবনে যে, তিনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত। তখন কিছু লোক তাঁকে চ্যালঞ্জে করে প্রমাণ দিতে বলবে। তাই আল্লাহ তাঁকে মোজজো দিয়ে সাহায্য করেন। মোজজো হচ্ছে অলৌকিক বিষয়। আবার কারো পক্ষ থেকে চ্যালঞ্জে বা মথিয়ান না ঘটলেও মোজজো দয়া হতে পারে। তখন সটো

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

দয়োগ্য হয় রাসূলদের অনুসারীদেরকে অবচিল রাখার জন্য।

হয়: দাওয়াতের সার নরিয়াস:

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মূল দাওয়াত শরয়িতসদিধ ও সুয্ঠু ববিকেগ্রাহ্য ভিত্তির উপর সঠিক আকদি-বশ্বাস বনিরমাণের মধ্য সংকষপেতি। তার বশ্বাসগুলো হচ্ছ- আল্লাহর প্রতি ঈমানের দকি আহ্বান, উপাসনায় (উলুহয়্যত) ও প্রভুতবে (রুবুবয়্যত) তাঁর এককত্বের প্রতি ঈমান আনার প্রতি দাওয়াত। তথা উপাসনা পাওয়ার অধিকার এক উপাস্য ছাড়া অন্য কারো নয়। আর তিনি হচ্ছনে— আল্লাহুতআলা। কেননা তিনিহি হচ্ছনে— এই মহাবশ্বের প্রভু, স্রষ্টা, মালকি, নয়িন্তরণকারী, পরচিলনাকারী, নরিদশেদাতা। যনি কল্যাণ-অকল্যাণের মালকি। যনি সকল সৃষ্টিকুলের জীবিকার মালকি। অন্য কটে এতে তাঁর সাথে অংশীদার নয়। তাঁর সমককষ বা তাঁর অনুরূপ কটে নহে। তিনি অংশীদার, সমককষ ও সমতুল্য থেকে পবতির। আল্লাহুতআলা বলেন: “বলুন: তিনি আল্লাহ, তিনি এক। আল্লাহ: সবাই যার মুখাপক্ষেী / তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কটে জন্ম দেননি। আর তাঁর সমককষ কটে নহে।” [সূরা আল-ইখলাছ, আয়াত ১-৪]

তিনি আরও বলেন: “বলুন, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার কাছে ওহী আসে যে, তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য। অতএব, যে তার প্রভুর সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেনে সংকাজ করে এবং তার প্রভুর ইবাদতে কাউকে অংশীদার না করে।” [সূরা কাহাফ, আয়াত: ১১০]

অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত হচ্ছ সব ধরণের শরিককে নরিমূল করা এবং বাতলি যা কছির উপাসনা করা হয় সে সব থেকে মানুষ ও জ্বনিকে মুক্ত করা। পাথর-পূজা, গ্রহ-নকষত্র-পূজা, কবর-পূজা, সম্পদ-পূজা, প্রবৃত্তি-পূজা, বশ্বের তাগুত ও শাসকদের পূজা; এ সব কছিকে নাকচ করা। নশ্চয় এটি হচ্ছ মানবজাতিকে দাসদের দাসত্ব থেকে মুক্তির দাওয়াত। তাদেরকে পটৌতলকিতার লাঞ্ছনা থেকে, তাগুতদের অবচির থেকে নশ্বিক্তির ডাক। কুপ্রবৃত্তি ও বপেরোয়া কামনার শৃংখল থেকে মুক্তির আহ্বান। এই মুবারকময় দাওয়াত প্রববর্তী তাওহীদদের (একত্ববাদের) দকি আহ্বানকারী রাসূলদের রসিলাতের সম্প্রসারণ ও সাব্যস্তকরণ হসিবে গণ্য। এ কারণে ইসলাম সকল নবী ও রাসূলদের প্রতি ঈমান আনার দকি আহ্বান করে; তাদেরকে সম্মান করার সাথে সাথে এবং তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ হওয়া কতিবগুলোর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানায়। এ ধরণের দাওয়াত নঃসন্দহে সত্য দাওয়াত।

সাত: সুসংবাদসমূহ:

প্রববর্তী নবীদের কতিবসমূহ দ্বীন ইসলাম ও নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের সুসংবাদ বার্তা

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

নয়ি এসছে। কুরআনে কারীম আমাদরেকা জানয়িছে যে, তওরাত ও ইঈজলি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ব্যাপারে সুস্পষ্ট সুসংবাদ বাণীসমূহ রয়ছে। এর মধ্য কছি সুসংবাদে পরস্কারভাবে তাঁর নাম ও বশৈষ্টিয়রে উল্লেখ আছে। আল্লাহতাআলা বলেন: “(এরা তো তারাই) যারা সেই রাসূল ও নরিক্ষর নবীর অনুসরণ করে যার কথা তারা তাদরে তাওরাত ও ইঈজলি লখিতি পাচ্ছ। তনি তাদরেকা ভালকাজ করার আদশে দনে ও মন্দকাজ করত নষিধে করনে, তাদরে জন্য ভাল জনিসিকে বধৈ ও খারাপ জনিসিকে অবধৈ ঘোষণা করনে এবং তাদরেকা ভারমুক্ত ও শৃংখলমুক্ত করনে।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ১৫৭]

তনি আরও বলেন: “(স্মরণ করুন) মারিয়ামরে পুত্র ঈসা বলছেলিনে, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদরে কাছ (প্রেরতি) আল্লাহর রাসূল, আমার পূর্ব যে তাওরাত (এসছে) সটোক সত্য়ায়নকারী এবং এমন এক রাসূলরে সুসংবাদদাতা যনি আমার পরে আসবনে, যার নাম আহমাদ।” [সূরা আছ্ছফ, আয়াত: ৬]

এখনও ইহুদী ও খ্রিস্টানদের গ্রন্থসমূহে (তাওরাত ও ইঈজলি) এমন কছি সুসংবাদ বাণী বদ্যমান যগেলো তাঁর আগমন ও তাঁর রসিলাতরে সুসংবাদ দিয়ে এবং তাঁর কছি গুণাবলী তুলে ধরে; এ সুসংবাদগুলো মুছে ফেলার ও বকিত করার অবরাম প্রচেষ্টা সত্বেও। দ্বিতীয় ববিরণী (৩৩:২) তে এসছে: “প্রভু সীনয় পর্বত হতে এলনে, সয়েীররে গোধূলি বেলোয় যনে আলো উদতি হল। পারাণ পর্বত হতে যনে আলো জ্বলে উঠলো।”

মুজামুল বুলদান গ্রন্থে (৩/৩০১) এসছে: ‘পারাণ’ একটি হিব্রু শব্দ। যটোক আরবীকরণ করা হয়ছে। এটি মক্কার একটি নাম; যা তাওরাতে উল্লেখিতি হয়ছে। কারো মতে, এটি মক্কার একটি পাহাড়রে নাম।

ইবনে মাকুলা বলেন:

বকররে পতি, নাসর বনি আল-কাসমে বনি কুয়াআ আল-কুয়াঈ, আল-পারানী, আল-ইসকান্দারানী: আমি শুনছে যি এটি (আল-পারানী) পারাণ নামক পাহাড়রে দকি সম্বন্ধীয়। আর এটি হিচ্ছ হজায়রে একটি পাহাড়।

তাওরাতে এসছে:

“সদাপ্রভু সীনয় থেকে আসলিনে, সয়েীর হইতে তাহাদের প্রতি উদতি হইলনে; পারাণ পর্বত হইতে আপন তজে প্রকাশ করলিনে”।

এখানে সীনয় থেকে আসা মান মুসা আলাইহিস সালামরে সাথে কথা বলা। সয়েীর থেকে উদতি হওয়া: সয়েীর ফলিস্তিনরে কছি

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

পাহাড়। উক্তরি মানে হচ্ছে- ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি ইঞ্জিলি নাযলি করা। পারাণ পর্বত হতে আপন তজে প্রকাশ মানে: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের উপর কুরআন নাযলি করা।[সমাপ্ত]

আট: কুরআনুল কারীম:

এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় মোজাজো এবং সর্বাধিক সুস্পষ্ট প্রমাণ। কয়ামত পর্যন্ত এটি সৃষ্টির উপর আল্লাহু তাআলার চূড়ান্ত প্রমাণ। এ কুরআনে চ্যালএঞ্জের কয়েকটি দিক সন্নিবেশিত হয়েছে: ভাষাগত চ্যালএঞ্জ, জ্ঞানগত চ্যালএঞ্জ, আইনপ্রণয়ন বিষয়ক চ্যালএঞ্জ এবং ভবিষ্যত ও অদৃশ্য বিষয়বস্তুর সংবাদ প্রদান।

পক্ষান্তরে, “তবে তারা অনুরূপ বাণী রচনা করুক; যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে...”। [সূরা তুর, আয়াত: ৩৪] এ বাণীর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা দাবী করেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনকে নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বলছেন তাদের কথাকে খণ্ডন করা। কুরআন তাদেরকে অনুরূপ বাণী রচনা করার চ্যালএঞ্জ দিয়েছে; যদি তারা তাদের দাবীতে সত্যবাদী হয়। কেননা তাদের এ দাবী অনবির্য করে যে, এটি মানুষের সক্ষমতায়। যদি তা সঠিক হয় তাহলে কোন জনিসি তাদেরকে অনুরূপ বাণী রচনায় বাধা দিচ্ছে যে, তারা সঠিক করতে অপরাগ। অথচ তারা হচ্ছে বাগ্মী এবং অলংকার শাস্ত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আল্লাহ্‌রাব্বুল আলামীন কাফেরদের প্রতি অনুরূপ বাণী রচনা করে আনার চ্যালএঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন; যমেনটি কুরআনে এসেছে: “বলুন, মানুষ ও জনিরো যদি এই কুরআনের অনুরূপ কোন গ্রন্থ তৈরী করার জন্য একত্রিত হয় এবং একে অপরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ গ্রন্থ তৈরী করতে পারবে না।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৮৮]

তিনি তাদেরকে অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করার চ্যালএঞ্জও দিয়েছেন; যা গ্রহণ করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। কুরআনে এসেছে: “নাকি তারা বলে যে, এই কুরআন সেরা (মুহাম্মদ) নিজের বানিয়েছে? বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে তোমরাও এর অনুরূপ দশটি সূরা বানিয়ে আন এবং (এ কাজে সাহায্যের জন্য) আল্লাহ্‌ছাড়া যাকে পার ডেকে লও।” [সূরা হুদ, আয়াত: ১৩]

তাদেরকে অনুরূপ একটি সূরা রচনার চ্যালএঞ্জও দেয়া হয়েছে; যা গ্রহণ করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। কুরআনে এসেছে: “আর আমি আমার বান্দার ওপর যা নাযলি করছি (অর্থাৎ কুরআন) সে সম্বন্ধে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে তাহলে (নিজেরো) তার আদলে একটি সূরা রচনা করে দেখোও এবং আল্লাহ্‌ব্যতীত তোমাদের সাক্ষীদেরকে (অথবা সাহায্যকারীদেরকে) ডাক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৩]

কুরআন রচনা করতে না পারার যে চ্যালএঞ্জ দেয়া হয়েছে সেটো কোন বিবেচনা থেকে এ ব্যাপারে আলমেগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। সর্বাধিক ভাস্বর অভিমত হচ্ছে যে আলুসী বলছেন: “সমগ্র কুরআন কথিবা এর অংশ বিশেষে এমনকি সেটো

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ছোট্ট একটী সূরাও যদিহয় এর দ্বারা চ্যালেঞ্জ দ্যো হয়ছে— এর বনিয়াস, ভাষাগত অলংকরণ, অদৃশ্যরে সংবাদ প্রদান, ববিকে-বুদ্ধিও সূক্ষ্ম মর্মরে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার দকি থেকে। কখনও এ সবগুলো বমিয় এক আয়াতরে মধ্যহে ফুটে ওঠে। আবার কখনও কিছু বমিয় প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে; যমেন অদৃশ্যরে সংবাদ দানরে বমিয়টি। এতে দোষরে কিছু নহে। যতটুকু অটুট আছে ততটুকুই যথেষ্ট এবং উদ্দেশ্য হাছলিরে জন্য পর্যাপ্ত।”[রুহুল মাআনী (১/২৯) থেকে সমাপ্ত]

পূর্ববোক্ত প্রত্যকেটি সামগ্রিক সূত্ররে অধীনে অনকে বসিতারতি দললি রয়ছে। কন্তি, এখানে সগেলো আলোচনা করার যথেষ্ট সুযোগ নহে। বরং যথাযথ স্থান থেকে সগেলো জনে নয়োটাই ভাল। প্রত্যকে মুসলমিরে প্রতি উপদশে হচ্ছ— কুরআন-হাদসিরে জ্ঞান অর্জন করা, সহহি আকদির বই-পুস্তক পড়া, দ্বীনি বমিয় জানা; যাতে করে ব্যক্তরি ইসলাম সুশোভতি হয় এবং ইলমরে ভিত্তিতে সে তার প্রভুর ইবাদত করতে পারে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।